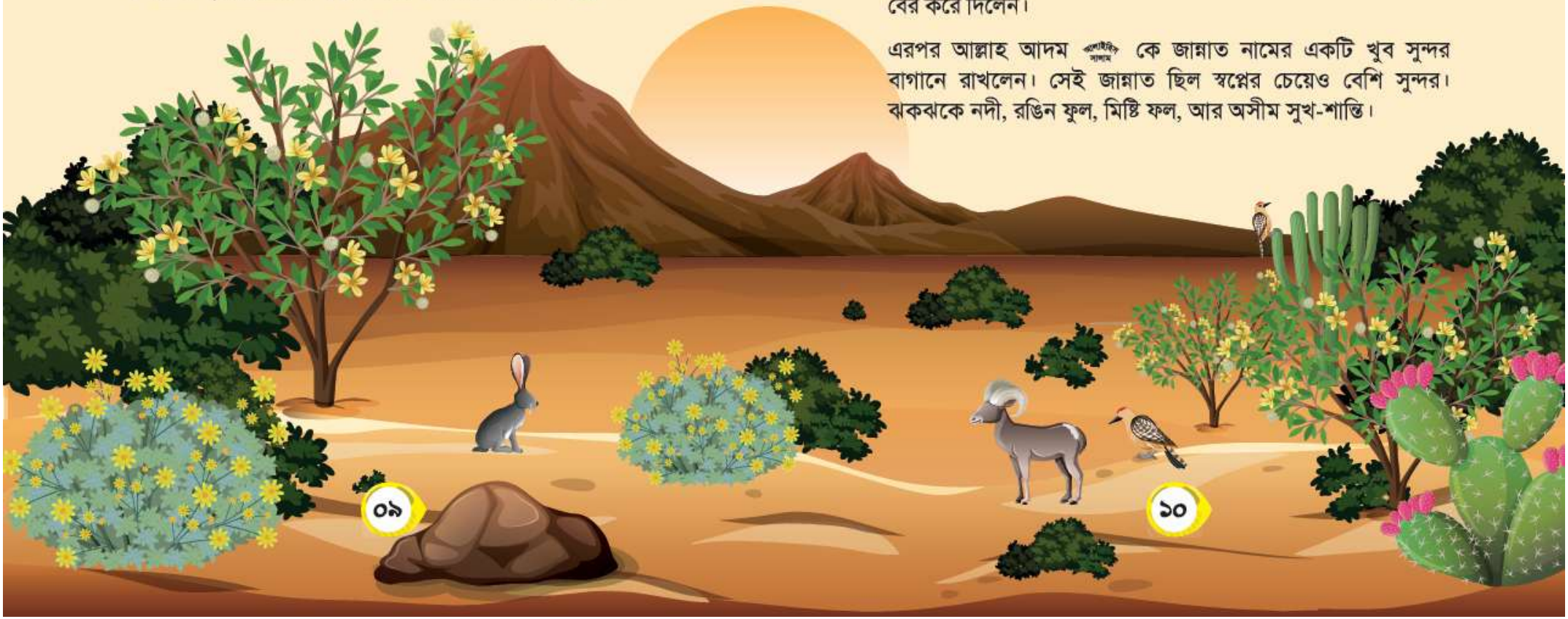
পৃথিবীর প্রথম মানুষ

(সূরা বাকারাহ ও আ'রাফ থেকে)

অনেক দিন আগের কথা, যখন এই পৃথিবীতে কেউ ছিলো না। তুমি ছিলে না, আমি ছিলাম না। কোনো মানুষ ছিলো না। তখন আল্লাহ তা'আলা ঠিক করলেন, তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন। তিনি মাটি দিয়ে সুন্দর একটি মানব আকৃতি বানালেন। তাকে শোনার জন্য কান দিলেন, দেখার জন্য চোখ দিলেন ও ফুঁক দিয়ে তার মধ্যে আত্মা দিলেন। এভাবেই তিনি বানালেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ। তার নাম দিলেন আদম আলাইহিস সালাম।

শুধু কি তাই! আল্লাহ তাঁকে অনেক জ্ঞান দিলেন। সব জিনিসের নাম শেখালেন। অনেক বড় সম্মান দিলেন। সম্মানিত করার জন্য সকল ফেরেস্তাকে আদেশ করলেন তাকে সাজদা করতে। সবাই সাজদা করলো, একমাত্র ইবলিস সাজদা করতে অস্বীকার করলো। অবশ্য সে ফেরেস্তাদের কেউ ছিল না, কারণ ফেরেস্তারা তো কেউ আল্লাহর কোনো কথা অমান্য করে না। সে ছিল জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। সে সাজদা না করে বরং আল্লাহর সামনে যুক্তি উপস্থাপন করতে লাগলো। বলল, "আমি কীভাবে তাকে সাজাদা করতে পারি? আমাকে আপনি আগুন দিয়ে বানিয়েছেন আর তাকে মাটি দিয়ে। আমি তার চেয়ে উত্তম।"একথা বলার পর আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করে সেখান থেকে চিরতরে বের করে দিলেন।

এরপর আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম কে জান্নাত নামের একটি খুব সুন্দর বাগানে রাখলেন। সেই জান্নাত ছিল স্বপ্নের চেয়েও বেশি সুন্দর। ঝকঝকে নদী, রঙিন ফুল, মিষ্টি ফল, আর অসীম সুখ-শান্তি।



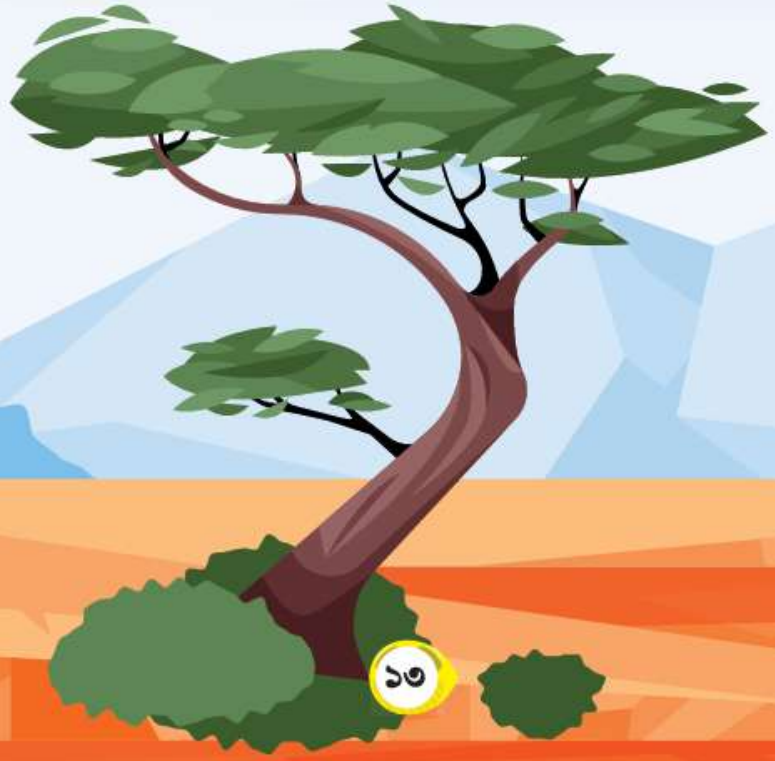
আল্লাহ সেখানে আদম আলাইহিস সালাম কে একজন সঙ্গিনী দিলেন, তাঁর নাম হাওয়া আলাইহাস সালাম। তারা দুজন একসাথে জান্নাতে সুখ-শান্তিতে থাকতে লাগলেন।

আল্লাহ তাদের বললেন, "তোমরা জান্নাতের যেখানে মন চায় যেতে পারো, যা মন চায় খেতে পারো। তবে একটি গাছের কাছে যাবে না ও তার ফল খাবে না। যদি খাও তবে তোমাদের অনেক বড় ক্ষতি হবে।" এটি ছিল মহান আল্লাহর পরীক্ষা, তারা আসলে আল্লাহর কথা মানে কিনা!

শয়তান আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম কে খুব অপছন্দ করতো। কারণ আদমকে সাজদা না করার কারণেই তাকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তাদের জান্নাতে থাকাটা শয়তানের একবারেই সহ্য হচ্ছিল না। সে মনে মনে খুব রাগ করতে থাকলো। সে চাইত তারা আল্লাহর কথা না মানুক। যাতে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেন। সে তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করার ফন্দি করতে লাগলো। ফিসফিস করে তাদের কানে গিয়ে বলল, "তোমরা যদি ওই গাছের ফল খাও, তবে কখনো মরবে না। চিরকাল বেঁচে থাকবে।" এভাবেই শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলল। তারা বুঝতে না পেরে, শয়তানের কথা বিশ্বাস করলেন। অবশেষে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন।



ফল খাওয়ার সাথে সাথেই তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। দুনিয়াতে তো আর জান্নাতের মত সুখ-শান্তি নেই। দুনিয়াতে আছে কষ্ট, পেরেশানি, অসুস্থতা, বিপদাপদ আরো কতো কিছু! জান্নাতে এগুলোর কোনো কিছুই নেই। বের করে দেয়ার পরই তারা বুঝতে পারলেন যে, তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। তারা অনুতপ্ত হলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে দু'আ করলেন, "হে আমাদের রব! আমরা ভুল করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব"। আল্লাহ তো দয়ালু, তাই পরিশেষে তিনি তাঁদের দু'আ কবুল করলেন ও তাদের ভুল ক্ষমা করে দিলেন।



আমরা যা শিখলাম

১. আল্লাহ আমাদের খুব সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন।

২. আমাদের সবসময় আল্লাহর আদেশ মানতে হবে, না হলে আমাদেরই ক্ষতি হবে।

৩. শয়তান আমাদের সবসময় খারাপের দিকে ডাকে, তাই শয়তান থেকে সাবধান থাকতে হবে।

৪. ভুল করলে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে।



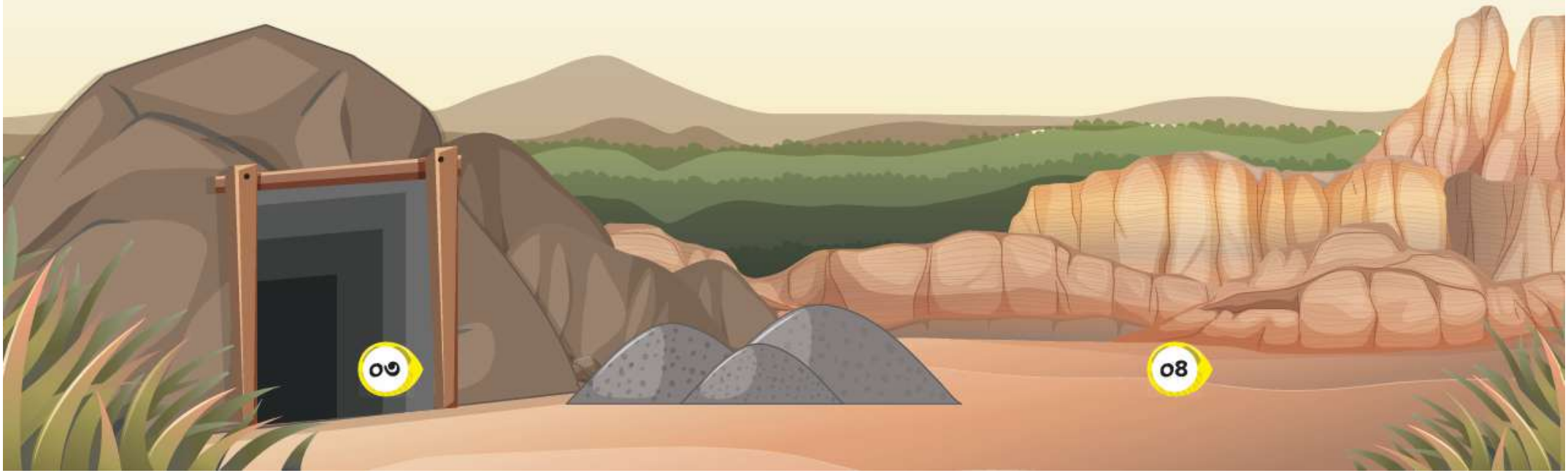
পাথর কেটে উটনী এলো

(সূরা হুদ ও শুআ'রা থেকে)

অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে একটি শক্তিশালী জাতি বসবাস করত। তাদের নাম ছিলো সামুদ জাতি। তারা পূর্বের আদ জাতির বংশের মানুষ ছিল। তবে আদ জাতির পাঁচশ বছর পর তারা পৃথিবীতে আসে। তারা পাহাড় কেটে সুন্দর সুন্দর ঘর বানাতো, কিন্তু আল্লাহর বিধান মানত না। তারা ছিল অহংকারী, অন্যায়প্রিয় এবং দয়াহীন। তাদের অন্তরে দয়া-মায়া ছিল না। আল্লাহ তাদের জন্য একজন নবী পাঠালেন। তিনি ছিলেন নবী সালেহ আলাইহিস সালাম।

সতর্কবার্তা

সালিহ আলাইহিস সালাম বারবার বলতেন, "হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই। আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। আল্লাহর কথা মানো। অন্যায় কাজ বন্ধ করো, সৎ মানুষ হও। আল্লাহ ভালো কাজকে পছন্দ করেন এবং অন্যায়কে ঘৃণা করেন। আল্লাহকে স্মরণ করো।" কিন্তু তারা নবীর কথা নিয়ে হাসাহাসি করতো। তারা বলতো, "আমরা শক্তিশালী জাতি। আমরা যা চাই তাই করি। তোমার কথা আমরা মানব না।" সালিহ আলাইহিস সালাম শান্তভাবে বলতেন, "আমি আল্লাহর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। আল্লাহর কথা না মানলে তোমাদের উপর অতি তাড়াতাড়ি বিপদ আসবে।"



আল্লাহর নিদর্শন উটনী

তারা বলল, "ঠিক আছে, আমরা তোমার কথা মানব, তোমার প্রতি ঈমান আনব, তবে শর্ত হলো, তুমি যে সত্য নবী তার একটি প্রমাণ আমাদেরকে দেখাতে হবে। প্রমাণ হিসেবে পাহাড়ের পাথর থেকে একটি উটনী বের করো, তাহলে আমরা তোমাকে মানবো। সালিহ আলাইহিস সালাম বললেন, "তাহলে তোমরা ঈমান আনবে তো? মনে রেখ, এই প্রমাণ দেখার পরেও যদি কেউ ঈমান না আনে তাহলে তার উপর নেমে আসবে কঠিন শাস্তি। তারা বলল, "আমরা সত্যিই ঈমান আনব।"

সালিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন উটনী বের করে দেওয়ার জন্য। ঠিক তখনই নিদর্শন হিসেবে আল্লাহ পাথর থেকে একটি সুন্দর উটনী বের করলেন। উটনীটি ছিল অতি সুন্দর ও শক্তিশালী। কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার! এত বড় নিদর্শন আসার পরেও অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই ঈমান আনলো না। সালিহ আলাইহিস সালাম বললেন, "এই উটনী আল্লাহর নিদর্শন। এটিকে তার সুবিধামত জমি থেকে খেতে দাও, পানি পান করতে দাও। তার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করো না। যে ব্যক্তি এই উটনীর কোনো ধরনের ক্ষতি করবে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর শাস্তি।"



উটনী জবাই ও শাস্তি

উটনীটি সব জায়গায় যেতে লাগলো ও তাদের কূপ থেকে পানি পান করতে লাগলো। কিন্তু এই উটনীটি বিশাল আকৃতির হওয়ায় যেদিন সে কূপ থেকে পানি পান করতো সেদিন কূপে আর পানি অবশিষ্ট থাকতো না। তাদের পশুগুলো সেদিন পানি পেত না। ফলে তারা খুব বিরক্ত হতো, উটনীটিকে কোনোভাবে সহ্য করতে পারতো না। তারপর শয়তানের প্ররোচনায় তারা কয়েকজন মিলে উটনীকে জবাই করে ফেলল। শুধু কি তাই! তার গোস্ত ভাগাভাগি করে খেয়ে নিল।

তাদের এই জঘন্য কাজের কারণে সালিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে আবারো সতর্ক ও সাবধান করলেন। তারা বেয়াদবি করে নবীকে বলল, "যদি তুমি সত্যিকার নবী হয়ে থাকো তাহলে যেই শাস্তির কথা তুমি বল, পারলে তা নিয়ে আসো দেখি। সালিহ আলাইহিস সালাম এবার শাস্তির বিষয়ে তাদেরকে সংবাদ দিলেন। বললেন, বৃহস্পতিবার তোমাদের সকলের চেহারা হলুদ হয়ে যাবে। পরের দিন শুক্রবার তোমাদের সকলের চেহারা লালবর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শনিবার তোমাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে। শনিবারই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন।

একথা শোনার পর তারা তাওবা তো করলোই না, বরং তারা নবীকে হত্যা করার জন্য তাকে খুঁজতে লাগলো। বলল, আমরা তো ধ্বংস হবোই, তবে যার কারণে আমাদের এই অবস্থা তাকে হত্যা করে ছাড়বো।



আল্লাহর আদেশে সালিহ আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীরা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। চলে যাওয়ার পর নবী যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি ঘটলো। বৃহস্পতিবার সকলের মুখমন্ডল হলুদ হয়ে গেল। কিন্তু তারা তারপরও ঈমান আনলো না। বরং হত্যা করার জন্য নবীকে খুঁজতে লাগলো। পরের দিন সকলের মুখমন্ডল লালবর্ণ হয় ও এর পরেরদিন সকলের মুখমন্ডল কালোবর্ণ হয়ে গেল। এরপর 'বাঁচার আর সুযোগ নেই' এই ভেবে সবাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। রবিবার সকালে শুরু হয় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও বিকট শব্দ। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সকলেই মৃত্যুবরণ করে। কেবলমাত্র যারা সৎ ও আল্লাহভীতু ছিল, তারা এই শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।

আমরা যা শিখলাম

১. আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে মানা উচিত।

২. অহংকার ও অন্যায় কখনো ভালো ফল দেয় না।

৩. আল্লাহ তার সৎ বান্দাদের সব সময় রক্ষা করেন।



নদীতে ভাসে শিশু মূসা

(সূরা কাসাস থেকে)

অনেক বছর আগের কথা। তখন মিশরে দুই ধরনের মানুষ বসবাস করতো। বনী ইসরাইল ও কিবতী বংশীয় মানুষ। মিসরের বাদশাহ ফিরাউন ছিল কিবতী বংশীয়। সে বনী ইসরাইলের উপর মারাত্মক জুলুম- অত্যাচার করতো। একদিন সে স্বপ্নে দেখলো, বায়তুল মাকদিস থেকে একটি আগুন তার রাজ্যে প্রবেশ করছে। রাজ্যের সব ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু বনী ইসরইলের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। এই স্বপ্ন দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেল। তার রাজ্যের বড় বড় জ্যোতিষীদের ডাকলো। তাদের কাছে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো।

তারা তার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলল, "খুব তাড়াতাড়ি বনী ইসরাইলের মধ্যে একটি ছেলে শিশু জন্ম নেবে যার হাতে আপনার পতন হবে। ফেরাউন তার স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা শুনে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। তার ভয় হলো, যদি কোন বনী ইসরাইলের ছেলে বড় হয়, সে ক্ষমতা হারাবে। তাই সে সব নবজাতক ছেলেদের হত্যা করার নির্দেশ দেয়। সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন থেকে বনী ইসরাইলে যত ছেলে সন্তান জন্ম নিবে খোঁজ পাওয়া মাত্রই হত্যা করা হবে। সে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে। এজন্য সে কিছু ধাত্রী মহিলা ও জল্লাদ নিয়োগ করে। ধাত্রী মহিলার কাজ ছিল ছেলে সন্তান জন্ম নিলে তার সংবাদ ফেরাউন বাহিনীকে দেওয়া আর জল্লাদের দায়িত্ব ছিল মায়ের সামনেই সদ্য ভূমিষ্ট ছেলে সন্তানটিকে হত্যা করা।

এরই মধ্যে মূসা আলাইহিস সালাম জন্ম নিলেন এক ভদ্র ও সৎ পরিবারে। তার মা খুব ভয় পেলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম এর মায়ের অন্তরে জাগিয়ে দিলেন যে, বাচ্চাটিকে যেন বাক্সের মধ্যে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

মূসা আলাইহিস সালাম এর মা একটি ছোট বাক্স বানালেন। তাতে মূসা আলাইহিস সালাম কে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। পাশাপাশি তিনি মূসার বড় বোনকে বাক্সটি কোন দিকে যায় তা খেয়াল রাখতে বললেন। বাক্সটি ধীরে ধীরে নদীর পানিতে ভাসতে থাকে।" ফেরাউনের প্রাসাদের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সেই নদী। নদীতে গোসল করছিলেন ফেরাউনের সতী সাধ্বী স্ত্রী আসিয়া। তিনি বাক্স দেখামাত্রই সেবিকা দিয়ে তা আনালেন। যখনই বাক্স খুললেন আশ্চর্য হলেন। এত সুন্দর ফুটফুটে শিশু তিনি আগে কখনো দেখেননি। তিনি নিজে ছিলেন নিঃসন্তান। তার কোনো সন্তান ছিল না। তাই তাকে রেখে দিতে চাইলেন। তার স্বামী ফেরাউনকে বললেন "এই শিশুটি আমাদের জন্য উপহার হিসেবে এসেছে। আমরা তাকে আমাদের কাছে রেখে বড় করবো। আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করব। তার স্বামী ফেরাউন প্রথমে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করলেও তার স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে ছেড়ে দেয়।



এদিকে মূসা আলাইহিস সালাম এর মা তার সন্তান নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন।

বাচ্চাকে প্রাসাদে নিয়ে দুধ পান করানোর জন্য ধাত্রীর কাছে দেয়া হলো। কিন্তু শিশু মূসা কোনো ধাত্রীরই দুধ পান করলো না। সব ধাত্রীই মূসাকে দুধ পান করাতে ব্যর্থ হলো। অবশেষে মূসার বোন তাদেরকে বলল, "আমার জানামতে একজন ভালো ধাত্রী আছেন, আশা করি তিনি এই বাচ্চাকে দুধ পান করাতে পারবেন।" তিনি তার মায়ের কথা বললেন। তার মাকে প্রাসাদে ডাকা হলো। তার হাতে শিশু মূসাকে দুধ পান করানোর জন্য তুলে দেওয়া হলো। এভাবেই আল্লাহ মূসাকে তার মায়ের কোলে পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন।



আমরা যা শিখলাম

১. আল্লাহ সবসময় তাদের সাহায্য করেন যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখে।

২. কঠিন সময়েও ধৈর্য ধরে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে।

৩. বান্দার বিপদেও আল্লাহর উত্তম পরিকল্পনা রয়েছে।

৫. আল্লাহর ইচ্ছায় সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।



মৃত্যুর একশ বছর পর আবার জীবিত

(সূরা বাকারাহ থেকে)

একদিন এক ব্যক্তি সফর করতে করতে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক গ্রামের পাশে এসে দাঁড়ালেন। গ্রামটির এমন অবস্থা ছিল, যে সেখানে কোনো ঘরবাড়ি ঠিক ছিল না; সব কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কোনো মানুষ জীবিত ছিল না; সব মানুষ মারা গিয়েছিল। মরা মানুষের হাড্ডিগুলো দেখা যাচ্ছিল। নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশ দেখে ঐ ব্যক্তি মনে মনে ভাবলেন, "এমন মৃত শহরকে ও মরা মানুষগুলোকে আল্লাহ কীভাবে আবার জীবিত করবেন?"

আল্লাহ তাঁর এই বান্দাকে বিষয়টি বোঝাতে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন। তিনি ঐ লোকটিকে ওখানেই মৃত্যু দিলেন। শুধু কি তাই! তার সাথে থাকা গাধাটিও মারা গেল। আর সফরের জন্য যে খাবার সাথে নিয়ে তিনি বের হয়েছিলেন, তা তার পাশেই পড়ে রইলো। দিন, মাস, বছর কেটে গেল অনেক। এভাবে একশ বছর পার হলো। তারপর আল্লাহ্ সেই মানুষটিকে আবার জীবিত করলেন।

লোকটি জেগে উঠে অবাক হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কতক্ষণ এখানে এভাবে পড়ে ছিলে?" তিনি ভাবলেন হয়তো কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছেন। তাই বললেন,"হয়তো একদিন, বা একদিনেরও কিছু কম সময়। আল্লাহ বললেন, "না, বরং তুমি একশ বছর এখানে ছিলে!" তারপর আল্লাহ তাকে তার চারপাশটা দেখালেন। বললেন, "তোমার খাবারের দিকে তাকাও, এত বছর পরেও তা নষ্ট হয়নি, পচেনি। অথচ তোমার গাধাটার দিকে তাকাও: সেটি মরে পচে হাড্ডি হয়ে গেছে।"

খাবার সাধারণত অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কী আশ্চর্য! এখানে একশ বছর পরেও খাবার আছে আগের মতই তাজা। অন্যদিকে গাধাটি এই সময়ের মধ্যে পচে গলে শেষ হয়ে গেছে। তাতে হাড্ডি ছাড়া কিছুই বাকি নেই!



তারপর আল্লাহ মরা গাধার হাড়গুলোকে জোড়া লাগালেন। হঠাৎ হাড়গুলো নিজে নিজেই নড়তে শুরু করলো। একটির সাথে আরেকটি জোড়া লাগতে শুরু করলো। যে জায়গায় যে হাড় ছিল ঠিক সেখানেই তা লেগে গেল। কি আশ্চর্য! তাই না! এরপর আল্লাহ হাড়ের উপর মাংস দিলেন। মাংস দিয়ে হাড়গুলোকে ঢেকে দিলেন। বাহ! এখন গাধার আকৃতি পুরোপুরি আগের মতই লাগছে। এরপর আল্লাহ তাতে জীবন দিলেন । আর মুহূর্তেই গাধাটি জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল!

এই দৃশ্য দেখে লোকটি খুব আশ্চর্য হলেন। তিনি বুঝলেন যে, আল্লাহ্‌র জন্য সবকিছুই সম্ভব। আল্লাহ মৃতকে জীবিত করতে পারেন, ধ্বংস হওয়া জিনিসকে আবার সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারেন।

আমরা যা শিখলাম

১. আল্লাহর শক্তি অসীম। তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন। অন্য কেউ তা পারে না।

২. মৃত্যু ও জীবন আল্লাহর হাতে।

৩. গাধাকে জীবিত করার মত আল্লাহ কিয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন।

৫. প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখা।



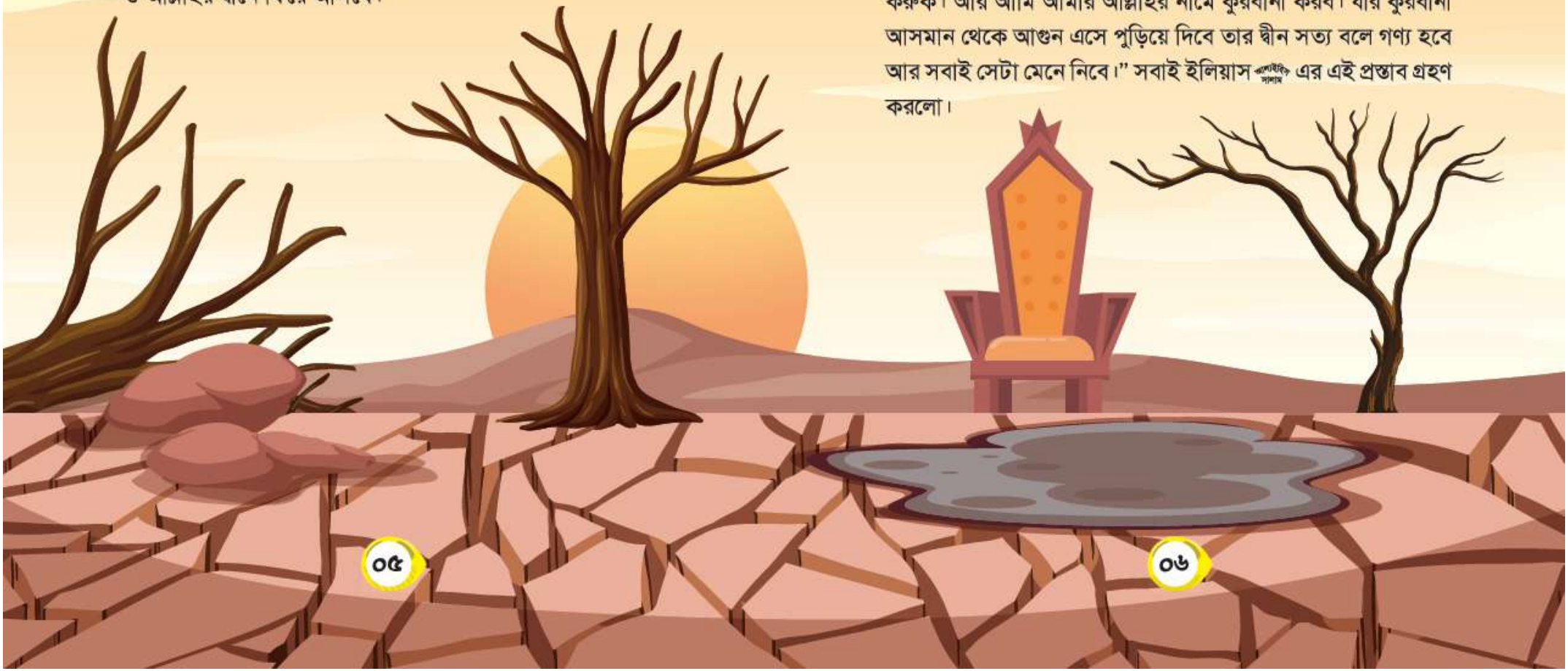
ইলিয়াস আলাইহিস সালাম এর দাওয়াতী কৌশল

(সূরা সাফফাত থেকে)

একজন নবীর নাম ছিল ইলিয়াস আলাইহিস সালাম। তাকে দ্বীনের দাওয়াতের জন্য ফিলিস্তিনে পাঠানো হয়। ঐ সময় ফিলিস্তিনের মানুষ দু'টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। একটি "ইসরাইল' ও আরেকটি "ইয়াহুদিয়্যাহ"। ইলিয়াস আলাইহিস সালাম "ইসরাইল' রাজ্যে গেলেন দাওয়াতি কাজ করতে। তাদের নেতার নাম ছিল 'আখইয়াব'। ইসরাইল রাজ্যের মানুষ একটি বড় মূর্তি বানিয়ে তার নাম দিয়েছিল 'বা'ল'। তারা সেই মূর্তির পূজা করতো। ইলিয়াস আলাইহিস সালাম তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না? তোমরা কি 'বা'ল' দেবতার পূজা করতেই থাকবে ও সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহকে অস্বীকার করবে? যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষসহ সকলের পালনকর্তা"

কিন্তু দুঃখকজনক ব্যাপার হলো! এভাবে তিনি দিনের পর দিন তাদের তাওহীদের দিকে ডাকলেও মাত্র দু'একজন জ্ঞানী লোক ছাড়া কেউই তার দাওয়াতে সাড়া দিল না, তাওহীদ গ্রহণ করলো না। উপরন্তু তারা ইলিয়াস আলাইহিস সালাম কে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিতে থাকলো। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরে আল্লাহর পথে মানুষদের ডাকতে থাকলেন। তারা তার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাতে থাকে, অপবাদ দিতে থাকে কিন্তু তিনি থেমে যাননি। দাওয়াত চালিয়ে যান।

নবী ইলিয়াস আলাইহিস সালাম কে থামানোর কোনো উপায় না দেখে রাজা আখইয়াব তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র শুরু করলো। ফলে তিনি শহর ছেড়ে কোনো এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপনে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি রাজ্যে দুর্ভিক্ষ নাযিলের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যে সারা রাজ্যে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। ইলিয়াস আলাইহিস সালাম এবার চিন্তা করলেন, দূর্ভিক্ষ দূর করে তিনি তাদের মু'জিজা দেখাবেন তাহলে হয়তো তারা তাওহীদ গ্রহণ করবে ও আল্লাহর দ্বীনে ফিরে আসবে।



এরপর ইলিয়াস আলাইহিস সালাম তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে সরাসরি বাদশাহর দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন, "পুরো দেশে যে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে তার কারণ হলো আল্লাহর নাফরমানী। তোমরা আল্লাহর নাফরমানী থেকে ফিরে আসলে ও তাঁকে একমাত্র প্রভু হিসেবে গ্রহণ করলে এই দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যেতে পারে।" তিনি আরো বললেন, "তোমরা তো বল যে, তোমাদের দেবতা 'বা'লের নাকি ৪০০ নবী আছে। তাহলে তারা সবাই একসাথে হয়ে দূর্ভিক্ষ দূর করার জন্য বা'লের নামে কুরবানী করুক। আর আমি আমার আল্লাহর নামে কুরবানী করব। যার কুরবানী আসমান থেকে আগুন এসে পুড়িয়ে দিবে তার দ্বীন সত্য বলে গণ্য হবে আর সবাই সেটা মেনে নিবে।" সবাই ইলিয়াস আলাইহিস সালাম এর এই প্রস্তাব গ্রহণ করলো।

তারপর সবাই একটি পাহাড়ের উপত্যকায় একত্রিত হলো। প্রথমে বা'ল দেবতার নামে মিথ্যা নবীরা কুরবানী করলো। কিন্তু তাদের কুরবানী কবুল হলো না। তাদের দেবতাদের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আকাশ থেকে কোনো আগুন নেমে আসলো না। কুরবানী যেভাবে রাখা হয়েছিল সেভাবেই পড়ে থাকলো।

এরপর ইলিয়াস আলাইহিস সালাম আল্লাহর নামে যখন কুরবানী করলেন। সাথে সাথে আসমান থেকে আগুন এসে তা পুড়িয়ে দিল। অর্থাৎ কুরবানী কবুল হয়ে গেল। এই ঘটনা দেখামাত্রই অধিকাংশ মানুষ ইলিয়াস আলাইহিস সালাম এর দ্বীন গ্রহণ করলো। তারা তাওহীদ মেনে নিল। কিন্তু কিছু কট্টরপন্থী বা'ল পূজারী মিথ্যা দ্বীনের উপর অটল থাকল, তারা কোনোভাবেই সত্য দ্বীন গ্রহণ করতে রাজি হলো না।

এদিকে হিংসার আগুনে পুড়ে ইলিয়াস আলাইহিস সালাম কে হত্যা করার জন্য বাদশাহর স্ত্রী আবার পরিকল্পনা করতে লাগলো। ফলে ইলিয়াস আলাইহিস সালাম রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন পাশের 'ইয়াহুদিয়্যাহ' রাজ্যে। কিন্তু ততক্ষণে সেখানকার মানুষেরাও বা'ল দেবতার পূজা শুরু করে দিয়েছিল। তিনি সরাসরি সেখানকার বাদশাহ 'ইহুরাম' এর কাছে দাওয়াত নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেও তাকে হতাশ করলো ও সত্য দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল।



এর কয়েক বছর পর তিনি আবার 'ইসরাইল' রাজ্যে ফিরে গেলেন। আবার দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। কিন্তু বাদশাহ আখইয়াব ও তার সন্তানেরা আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করলো না। এতে তাদের উপর বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও আসমানী গজব নেমে আসলো।



আমরা যা শিখলাম

১. একমাত্র আল্লাহই আমাদের স্রষ্টা ও উপাস্য। একমাত্র তাঁকেই মানতে হবে।

২. মূর্তি বা অন্য কিছুর উপাসনা করা শিরক।

৩. প্রত্যেক নবী সারা জীবন মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করে গেছেন।

৪. দাওয়াতী কাজে কখনো হাল ছাড়তে হয় না, লেগে থাকতে হয়।

উহুদ যুদ্ধের করুণ কাহিনী

(সূরা আলে ইমরান থেকে)

বদর যুদ্ধে মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্যে জয়লাভ করেছিল। আর মক্কার কাফিররা পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু কাফেররা সেই পরাজয় মেনে নিতে পারছিল না। তারা বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠলো। সে লক্ষ্যে তারা এক বছর পর এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলিমদের আক্রমণ করার জন্য মদীনার দিকে রওনা দেয়।

যেহেতু কাফিররা আক্রমণ করার জন্য আসছে, তাই তাদেরকে তো ঠেকাতেই হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে উহুদ পাহাড়ের পাশে অবস্থান নেন যাতে কাফিররা সরাসরি মদীনার বাড়ি ঘরে আক্রমণ করতে না পারে। উহুদ পাহাড় মদীনা থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

এই যুদ্ধের শুরুতে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার। কিন্তু মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই যুদ্ধ শুরুর আগ মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর সাথে গাদ্দারী করে ৩শ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসে। তখন মুসলিম বাহিনীতে থাকে মাত্র ৭শ সৈন্য। অন্যদিকে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩ হাজার।



যুদ্ধ শুরুর আগে রাসূল ﷺ কিছু সাহাবীদের পাহাড়ের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। স্পষ্টভাবে তাদের নির্দেশ দিলেন যে, "তোমরা এখান থেকে কোনোভাবেই নড়বে না। মুসলিমরা যুদ্ধে জিতুক বা হারুক, যতক্ষণ না আমার পক্ষ থেকে নির্দেশনা না আসবে, তোমরা এই জায়গা ছাড়বে না।"

শুরু হলো কঠিন যুদ্ধ। মুসলিমগণ সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। আল্লাহর সাহায্যে তারা শত্রুবাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিতে লাগল। কাফেররা পালাতে লাগল। মুসলিমরা আনন্দিত হলো। এই অবস্থা দেখে পাহাড়ে দাঁড়ানো মুসলিম সৈন্যরা ভাবল যুদ্ধ হয়ত শেষ হয়ে গেছে। তারা বলল, "যুদ্ধ তো শেষ! চলো নিচে নেমে যাই" তাদের কেউ কেউ বলল, "না, রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিচে নামতে নিষেধ করেছেন। অতএব, আমাদের উচিত পাহাড়েই অবস্থান করা। কিন্তু অধিকাংশই তা মানল না। তারা নিচে নেমে আসলো, আর পাহাড় হয়ে গেল প্রায় একেবারে ফাঁকা।



ইসলামের অন্যতম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। উহুদ যুদ্ধে তিনি কাফিরদের হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন কাফিরদের অন্যতম সেনাপতি। পাহাড় ফাঁকা হওয়ার সুযোগটা তিনি কাজে লাগালেন। তিনি ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পিছন দিক থেকে মুসলিমদের উপর আকস্মিক আক্রমণ করলেন। প্রচন্ড আক্রমণে মুসলিমরা হতবিহ্বল হয়ে গেল। তারা এদিক সেদিক ছুটতে লাগলো। যুদ্ধক্ষেত্র আবার অস্থির হয়ে উঠল।

কাফিরদের আক্রমণ এত বেশি কঠোর হতে লাগলো যে মুসলিমরা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারলো না। মুসলিমদেরকে তারা একের পর এক হত্যা করতে লাগলো। সাহাবীরা রাসূল ﷺ কে ঘিরে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু আক্রমণ পুরোপরি ঠেকানো গেল না। আক্রমণে রাসূল ﷺ আহত হলেন। তাঁর দাঁত ভেঙে গেল ও মুখমন্ডল রক্তাক্ত হলো। অনেক সাহাবী শহীদ হলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাসূল ﷺ এর প্রিয় চাচা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। এই যুদ্ধে মোট ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন।



আমরা যা শিখলাম

১. যুদ্ধে সেনাপতির আদেশ পালন করা অতি জরুরী।

২. যুদ্ধের ময়দানে শত্রুবাহিনীকে কখনো দুর্বল মনে করতে নেই।

৩. মুসলিম বাহিনী কোনো যুদ্ধে হেরে গেলে তার জন্য ঈমান দুর্বল করা যাবে না।

৪. আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের সাময়িক বিপদ-আপদ দেওয়ার মাধমে তাদের পরীক্ষা করেন।